প্রথম আলো

তারিখ 26 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৮

সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত আরও ১৩ জন

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত আরও ১৩ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন শিশু। তার অবস্থা গুরুতর বলে নিশ্চিত করেছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)। এ নিয়ে সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্তের সংখ্যা হলো ১১৭।

এদিকে সোয়াইন ফ্লুর কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে চাইলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় বলেছে, এরই মধ্যে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কোনো সুপারিশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করেনি।

রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মাহমুদুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, গতকালই ১৩ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে অবস্থান করা শিশুটির বয়স তিন মাস বলে জানিয়েছেন তিনি।

কেবল শ্বাসকষ্ট হলেই হাসপাতালে যেতে হবে : সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে মাহমুদুর রহমান বলেন, জ্বর, অবসাদ, নাক দিয়ে পানি পড়া, গলাব্যথা, কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ডায়রিয়া হচ্ছে এ রোগের উপসর্গ। এসব উপসর্গ দেখা দিলেই

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তবে ঘর থেকে বের হওয়ার দরকার নেই। হাঁচি, কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তখনই তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। দেশের জেলা হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি সব সরকারি হাসপাতালে এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, প্রশিক্ষণ পাওয়া চিকিৎসকেরা আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পরামর্শ দেবেন। একই সঙ্গে এসব হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে। এ জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ওষুধের মজুদ আছে বলে তিনি জানান।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত রোগীর জন্য ১০ শয্যাবিশিষ্ট ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। তবে এখনো কোনো রোগী ভর্তি হয়নি। এ ব্যাপারে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যাপক কাজী তারিকুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। পর্যাপ্ত ওষুধও সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া সর্দি, কাশি নিয়ে যারা হাসপাতালে আসছে, তাদেরও গুরুত্ব দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য বহির্বিভাগে দুটি পৃথক কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এদিকে সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রচার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আনোয়ার হোসেন মৃধা *প্রথম আলোকে* বলেন, গণমাধ্যমে সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে প্রচার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনেই মূলত গুরুত্ব দিয়ে এ সংক্রান্ত প্রচার চালানো হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য গণমাধ্যমেও এ ব্যাপারে প্রচার করা হবে। সংবাদপত্রে এরই মধ্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে সোয়াইন ফ্লু প্রতিরোধে সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেওয়ার নির্দেশ : সোয়াইন ফ্লু নিয়ে আতঙ্কের কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করার আগে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নিতে হবে। গত সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি এই নির্দেশ জারি করেছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জবেদ আলীর সই করা ওই নির্দেশে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে প্যানডোমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ১এন১ (সোয়াইন ফ্লু) দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতেও এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। দেশেও এই রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

কোনো শিক্ষার্থী ওই রোগে আক্রান্ত হলে শুধু তাকে রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত ছুটি দেওয়ার সুপারিশ করে নির্দেশনায় বলা হয়, কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।